অরিজিৎ কথঞ্চিৎ

ভারত ১: সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া

“যদি কোনো দেশ সমগ্র বিশ্বের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, বিস্ময়কর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সজীব অভিব্যক্তির অফুরন্ত ভান্ডারকে সর্বোৎকৃষ্টভাবে ধারণ ও উপস্থাপন করতে পারে, তবে সেই দেশটি হলো ভারত।”[১] (ওয়াল্টার জে লিন্ডগ্রেন, ভারতে জার্মান রাষ্ট্রদূত, ২০১৯-২২)

বাস্তব জমিন

কয়েক হাজার ভাষা, ডজন ডজন প্রদেশ
দেখা যাক কেমন আছে বিচিত্র সে দেশ।

ব্রিটিশ যখন ভারত দখল করে বিশ্বের প্রায় সিকিভাগ বাণিজ্য ও উৎপাদন ভারতের হাতে। তারা লুটপাট শেষ করে যখন দেশটি ছাড়ে বিশ্ববাণিজ্যে ভারতের অংশ মাত্র তিন শতাংশ। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা অনুযায়ী প্রায় দেড় কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হয়, মারা যায় দুই থেকে কুড়ি লক্ষ মানুষ। একই সাথে যাত্রা শুরু করার সময়ে পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ভারতের চেয়ে বেশী ছিল, এখন তা ভারতের (৩০৫১ ডলার) প্রায় অর্ধেক (১৭০৭ ডলার)।[২] পরের আশি বছরের সফরে ধর্মের নিগড়ে নিজেকে বাঁধলেও পিছিয়ে পড়েছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ আলাদা হয়ে গিয়েছে, অপেক্ষায় আছে বালুচিস্তান ও সিন্ধুপ্রদেশ। ভারত পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি বিবিধতায় ভরা। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেকটা এক রকম ছিল, সেটি ভেঙ্গে ১৫টি স্বাধীন দেশ তৈরি হয়ে যাবার পর ১৯৫০০ মাতৃভাষার দেশ ভারতের অবস্থা এখন ‘তোমারই তুলনা তুমি।’

১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত ভারতের মূল চিন্তা ছিল দ্রুত বর্ধমান জনসমষ্টির জন্য যথেষ্ট খাদ্যের। সবুজ বিপ্লবের পর সে চিন্তা ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে। খাদ্যে আত্মনির্ভর হওয়ার সাথে আজকের ভারত বিশ্বে দুধ উৎপাদনে অতি বৃহৎ ব্যবধানে প্রথম (২০২৪ সালে ভারতে দুধের উৎপাদন ছিল ২৪৭৮ লক্ষ টন আর দ্বিতীয় স্থানে থাকা আমেরিকায় সেটি ছিল ১৩১৪ লক্ষ টন)।[৩]

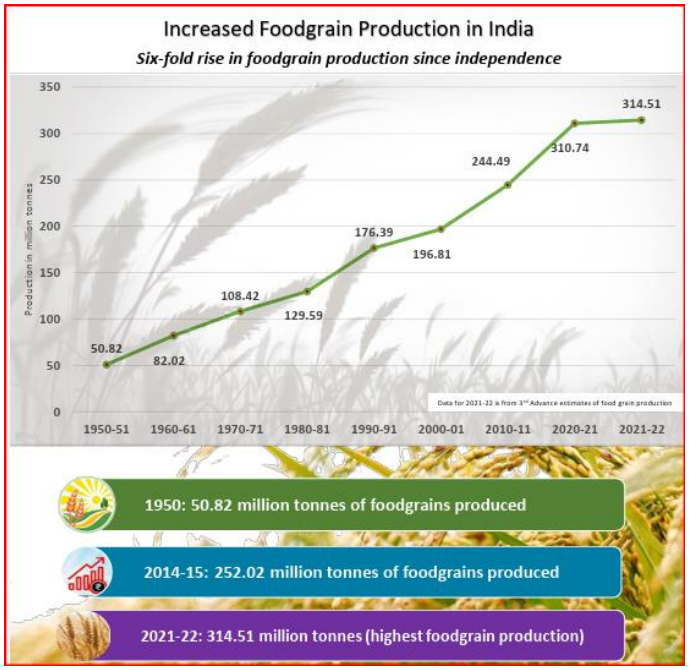

একটি ছবি, কথা অনেক। ২০১১ সালের জনগণনার সরকারী তথ্য বলছে ১৯৫১ ও ২০১১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৬ কোটি ও ১২১ কোটি (৩৬,১০,৮৮০৯০ ও ১২১,০১,৯৩৪২২)। ওপরের ছবিটি দেখাচ্ছে ঐ সময়ের ব্যবধানে শস্য উৎপাদন ৫০.৮২ থেকে বেড়ে ২৪৪.৪৯ মিলিয়ন টন-এ পৌঁছে গেছে (এটিও সরকারী তথ্য)। অর্থাৎ, যে সময়ে মানুষ বেড়েছে ৩.৩৫ গুণ, খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে ৪.৮ গুণ। (সূত্র- প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, ভারত সরকার)[৪]

এই উন্নতি প্রায় সব ক্ষেত্রে- যেমন, বর্ধমান সাক্ষরতা, গড় আয়ু, জিডিপি অথবা ক্রমহ্রাসমান শিশুমৃত্যু অথবা সদ্যপ্রসবিনী মায়েদের মৃত্যুহারেও।* জনসংখ্যার স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে গেলে প্রতি দশ জন মহিলার ২১টি সন্তান হওয়া প্রয়োজন। প্রসঙ্গতঃ, এক সময় জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আতঙ্কিত ভারতের গড় জন্মহার এখন স্থিতাবস্থা বজায় রাখার হারের চেয়েও নীচে।

অন্ন হল, বস্ত্র পেলাম, আয়ুও গেল বেড়ে নতুন খবর দাও

হে এবার, সে সব কথা ছেড়ে।

১৯৯০-এ আমেরিকা এইচ ১ বি ভিসা চালু করে। ১৯৯১ -এ ভারত উন্মুক্ত অর্থনীতিতে প্রথম দ্বিধা থরথর পদক্ষেপ নেবার সময় ভয় হয়েছিল বিদেশের উন্নত জিনিষ ভারতের বাজার দখল করে এ দেশের কল-কারখানার টুঁটি টিপে ধরবে। গত শতকের শেষ অঙ্কে ভারতে যখন পাইকারী হারে নীচু স্তরের আইটি'র কাজ আসতে শুরু হ'ল তখন ভয় হয়েছিল, ভারতীয়রা তথ্যপ্রযুক্তির জগতে মালবাহকের কাজ করবে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক সক্ষমতা কেন্দ্রগুলির (Global Capability Centre-GCC) ৫৩%, সংখ্যার হিসেবে ১৭০০-র বেশী, এখন ভারতে।[৫] এ সব জায়গায় কুলিগিরির চেয়ে অনেক উঁচুদরের উদ্ভাবনের কাজ হয়। ইনফোসিস এবং মনিপাল খ্যাত মোহনদাস পাই বলেন, চীনকে বাদ দিলে বিশ্বব্যাপী সফটওয়্যার-এর ক্ষেত্রে এখন ভারতীয়দের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশী (মোট সংখ্যার ৪০%)। সারা পৃথিবীর ৬০% আউটসোর্সিং হয় এ দেশ থেকেই। তথ্যপ্রযুক্তিতে ৬০ লক্ষ কর্মী সম্বলিত (যাদের মধ্যে ৪.৫ লক্ষ কৃত্রিম

মেধা-কুশলী) ভারত এখন ডিজিটাল পাওয়ার-এর ক্ষেত্রে বিশ্বে তৃতীয়।[৬,৭] আশ্চর্যের বিষয় হ'ল এক সময়ে বহু নিন্দিত জনসংখ্যাও ভারতের পক্ষে কাজ করেছে। ভারতে ২০২০-২১ সালের সরকারী উচ্চ শিক্ষা সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে প্রায় সাড়ে চার কোটি ছাত্র ১১৬৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখায় উচ্চ শিক্ষায় রত। প্রতি বছর নতুন গ্র্যাজুয়েট হয় ১ কোটির বেশী।[৮] কাজের লোক খোঁজা বিদেশী কোম্পানিগুলির ভারতমুখী হবার আর একটি কারণ, এক জায়গায়, একই আইন বা কর সংক্রান্ত নিয়ম-নীতির আওতায় এত কাজ করার যোগ্য মানুষ পাওয়া কোন ছোট দেশে সম্ভব নয়।

সফটওয়্যার-এর বাইরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সড়ক নেটওয়ার্ক, তৃতীয় বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদক ভারতের স্থান পৃথিবীতে বাইক ও গাড়ি উৎপাদনে যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয়। একদা শাসক ব্রিটেনের প্রতীকী গাড়ির কোম্পানি টাটা কিনে নিল আর সে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনক। অন্যদিকে বাজাজ কিনে নিয়েছে অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত মোটরবাইক কোম্পানি কেটিএম আর টিভিএস কিনেছে পুরনো ব্রিটিশ কোম্পানি নর্টন। আগে নামী মোটরবাইক বলতে মানুষ জার্মানি, জাপান, ইটালি এবং কিছুটা আমেরিকা (হার্লে-ডেভিডসন) বুঝতো। এখন সে সব দেশের বড় কোম্পানিগুলি যে ভারতে বাইক বানিয়ে সারা বিশ্বে রপ্তানি করছে, তার কারণ সস্তা শ্রম নয়। ফুয়েল এফিসিয়েন্ট উচ্চ মানের বাইক বানিয়ে ভারতের কোম্পানি বাজাজ, হিরো বা টিভিএস পৃথিবীতে তাদের জায়গা করে নিয়েছে।[৯] শুধু তাই নয়, শঙ্খ মিত্র নামে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রাক্তনী আমেরিকার রিয়াল এস্টেট আর স্বাস্থ্যসেবার কোম্পানি ওয়েলটাওয়ার-এ বছর ভয়ানক বেশী মাইনে পেয়ে (৭৭৭৮ কোটি/ ৮২১ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার) এলন মাস্ক-এর পরেই পৃথিবীর দ্বিতীয় মূল্যবান সিইও-র স্থান অর্জন করেছেন।[১০]

এখন বিশ্বের নামী বহুজাতিক কোম্পানি যেমন আমেরিকার মাইক্রোসফ্ট, অ্যালফাবেট (গুগল, ইউটিউব), আইবিএম, অ্যাডোবি, প্যালো অল্টো নেটওয়ার্ক, সুইজারল্যান্ড-এর ওষুধ উৎপাদক নোভারটিস, ফরাসী পারফিউম কোম্পানি স্যানেল, ইউটিউব ইত্যাদির মুখ্য কর্মনির্বাহক আধিকারিক (সিইও) ভারতীয়। সব মিলিয়ে এই কোম্পানিগুলির শেয়ার ভ্যালু (মারকেট ক্যাপিটালাইজেশন) প্রায় আট ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতের জিডিপি'র দ্বিগুণ)। ক'দিন আগেই অনেক হারানো বন্ধু বা আত্মীয়কে কাছে এনে দেওয়ার জন্য বহু প্রশংসিত আর সময় নষ্ট করার জন্য একই রকম নিন্দিত হোয়াটসঅ্যাপ-ও তার সিইও হিসেবে নির্বাচিত করেছে এক ভারতীয়কে।

বহির্বিশ্বে ভারতীয়রা এত যে সফল- যাদুকর নন যখন, কী তাদের বল?

আন্তর্জাতিক সংস্থায় এ রকম সাফল্যের একটি কারণ- ভারতীয়রা স্বাভাবিকভাবেই বহুভাষী এবং বিবিধ সংস্কৃতির মানুষের সাথে মেলামেশা ও কাজ করতে অভ্যস্ত। ইংরাজী ভাষার সাথে পরিচয় তাদের কিছুটা এগিয়ে রাখে আর তা ছাড়া, নানা অসুবিধার মধ্যে বেড়ে ওঠার ফলে তাদের ধৈর্যও বেশী হয়। প্রসঙ্গতঃ, ভারত-জার্মান স্কলারদের একটি মিটিং-এ এক তরুণ জার্মান বলে, 'আমি ভারতীয়দের সাথে কাজ করতে পছন্দ করি, কারণ তারা অনিশ্চিৎ পরিস্থিতি খুব ভাল সামলাতে পারে (They handle uncertainty better)।' ভারতে এককালীন (২০১৯-২২) জার্মান রাষ্ট্রদূত ওয়াল্টার জে লিন্ডগ্রেন বহুজাতিক সংস্থায় ভারতীয়দের সাফল্যের বিষয়ে লিখছেন-'অগণিত ধর্ম, জাতিগোষ্ঠী, ভাষা ও মানসিকতার মানুষের সহাবস্থান মানুষের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য সম্পর্কে স্বাভাবিক উপলব্ধি গড়ে তোলে, যেটি বহুজাতিক সংস্থার পরিচালনায় কুশলতার একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। তা ছাড়া, কারো ভারতে বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটিও মানসিকভাবে অতি কঠিন প্রতিযোগিতার জন্য তৈরি করে দেয়।' অন্য ক্ষেত্রেও, ভাষাশিক্ষার আন্তর্জাতিক অ্যাপ ডুওলিংগো ব্যবহার করতে গিয়ে দেখি তারও নানা স্তরে ভারতীয় চরিত্রগুলি ব্যতিক্রমহীনভাবে ইন্টারনেটে শিক্ষিত ও ভদ্র হিসেবে প্রতিফলিত করা হয়।

ভারতীয় সংস্কৃতির একটি জোর হল পারিবারিক বন্ধনও (বিশেষতঃ তরুণদের জন্য) সহায়তা। পশ্চিমী দেশগুলোতে আঠারো বছর হলেই ব্যবস্থা 'নিজের রাস্তা দেখে নাও' হওয়ায় একান্ত বড়লোক বা ভাল রকম প্রতিভাশালী হয়ে স্কলারশিপ না পেলে উচ্চশিক্ষা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় আর ভারতে বাবা-মা অক্ষম হলে পড়াশোনার টাকা পিসি-মাসীরা, মামা-কাকারাই দিয়ে দেন। এটিতে শিশুদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে স্ফূর্তি পায়, হয়তো তারই প্রকাশ সিইও পদগুলিতে ভারতীয়দের লক্ষ্যণীয় উপস্থিতি। প্রসঙ্গতঃ, লন্ডনের বাচ্চাদের স্কুলের এক বাঙালী শিক্ষিকা আমাকে বলেন, 'একদিন বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করলাম, বড় হয়ে কী হতে চাও? দেখলাম, ব্রিটিশ বাচ্চাদের বেশীর ভাগ ড্রাইভার, প্লাম্বার ইত্যাদি হতে চায় আর ভারতীয়, শ্রীলঙ্কা এমন কি পাকিস্তানীদের ইচ্ছে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল হবার।

মারকুটে না হওয়া কোন দুর্বলতা নয়,

শান্তিতেই প্রগতি আর শক্তির পরিচয়।

আর একটি কারণ, শান্তিপ্রিয়তা। মধ্য প্রাচ্যের নানা দেশে ভাষা-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রায় ৯০ লক্ষ ভারতীয় কাজ করেন। সেখানকার অর্থনীতির মেরুদন্ড তেল উৎপাদনে ভারতীয়দের ভূমিকা বিস্তৃত ও একাধিক দেশে ভারতের সাবেক রাজদূত তলমিজ আহমদ উদাহরণ দিয়ে বলেন ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সৌদি আরবে ভারতীয় কর্মী সংখ্যা যখন চারগুণ হয়ে গিয়েছে, পাকিস্তানি ও মিশরীয়দের সংখ্যা বাড়ানো হয় নি আর ইয়েমেনিদের সংখ্যা তিরিশ লক্ষ থেকে

কমে প্রায় শূন্যয় পৌঁছে গেছে। আহমদ সাহেবের মতে আরবরা মনে করে ভারতীয়রা জনগোষ্ঠী হিসেবে কুশলী, শান্তিপ্রিয়, নম্র এবং তাদের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে অনাগ্রহী এবং অন্য অনেকের তুলনায় তাদের সাথে কাজ করা সহজ। তারা এ-ও লক্ষ্য করেছে যে, মুসলমান জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভারত ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের পরে তৃতীয় বৃহত্তম দেশ হলেও ভারতীয় শান্তিপ্রিয় ভারতীয় মুসলমানরা সাধারণভাবে জিহাদে অংশ নেয় নি।[১১]

রাঁধুনি বা নার্স, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী বা অধ্যাপক- জীবনের সর্বস্তরে ভারতীয়দের চাহিদা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র। উদাহরণ, ব্রিটেনে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস-এ ভারতীয় স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা ব্রিটিশদের পরেই। একদা ভারতের উপর প্রভুত্ব করা ঐ দেশটি এখন ভারতের স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর এত নির্ভরশীল যে তারা স্হান ত্যাগ করলে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস খুবই অসুবিধায় পড়বে। দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ মূলতঃ ইউরোপ ও আমেরিকার ৩৮টি দেশের সংগঠন ও ই সি ডি (Organisaion of Economic Co-operation and Development) তাদের রিপোর্টে বলছে, অভিবাসী ভারতীয় স্বাস্থ্যকর্মীরা এখন আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসেবার একটি মুল স্তম্ভ । ২০২০/২১ এর হিসেব অনুযায়ী এই দেশগুলিতে কর্মরত ভারতীয় ডাক্তার ও নার্স-এর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে প্রায় এক লক্ষ ও সোয়া লক্ষ - যেটি ক্রমবর্ধমান।[১২]

দক্ষতার সাথে সাথে সকল সেবাকর্মে

যুক্ত হলে শ্রদ্ধা-স্নেহ পরশ লাগে মর্মে।

স্বাস্থ্যসেবার কাজে ভারতীয়দের চাহিদার একটি কারণ হয়তো অসুস্থ বা বয়স্কদের প্রতি স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত সহমর্মিতা (Empathy)। এ দেশের সংস্কৃতিতে সেবার মনোভাব, 'বসুধৈব কুটুম্বকম', 'অতিথি দেবো ভব' ইত্যাদি লীন হয়ে থাকায় সেগুলি নতুন করে শিখতে হয় না। রোবট দিয়ে অনেক কিছু করা সম্ভব হলেও অসুস্থ মানুষের পিঠে তাদের হাত মানবিক স্পর্শের উষ্ণতা আনতে পারে না। এটি বিভিন্ন দেশের নজরে পড়েছে।[১৩] উদাহরণ-

১। ২০২৪ সালে ডেনমার্ক ও ভারত ভারতীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের সে দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেক্টরে নিযুক্তির জন্য একটি 'মবিলিটি অ্যান্ড মাইগ্রেশন পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট'-এ স্বাক্ষর করেছে।

২। ২০২১ সালে বেলজিয়াম ভারতের নার্সদের ও দেশে নিযুক্তির জন্য অরোরা নামে দু বছরের একটি বিনামুল্যের প্রোগ্রাম চালু করেছে, যাতে নার্সদের প্রথম ছ'মাস কেরলে আর পরের দেড় বছর বেলজিয়াম-এ যে ট্রেনিং দেওয়া হয় তার মধ্যে বেলজিয়ামের বয়স্ক মানুষ, মানসিক রোগী বা সাধারণ স্বাস্থ্য সেবার নিয়মের সাথে সাথে ডাচ ভাষাও শেখানো হচ্ছে।

পৃথিবীর প্রয়োজন নতুন মানুষের। উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী তো বটেই, সাধারণ শারীরিক শ্রম প্রদানকারী কেয়ার গিভার-এর চাহিদা বিশ্বব্যাপী। নীচের ম্যাপে প্রকট কুশলী ভারতীয়দের উন্নতি ও সমৃদ্ধির পৃথিবীব্যাপী ক্রীড়াভূমি। প্রায় সমস্ত উন্নত দেশে শিশুজন্ম কমে আসছে, বাড়ছে বৃদ্ধদের সংখ্যা। সে সব দেশে মানুষের মিডিয়ান ৪০ এর উপরে (ইউরোপে ৪৩ বছর, জাপানে ৫০), ভারতীয়দের ৩০ বছর। চাহিদা বাড়ছে এই সব জায়গায় কুশলী, স্বভাবতঃ নম্র ও বিনয়ী ভারতীয়দের।[১৪] আফ্রিকার পুরো মহাদেশ ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির গড় বয়স ভারতীয়দের কম বা কাছাকাছি। এই কথাটি ঘরের কাছের আফগানিস্তান, পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাদের ভারতীয়দের প্রতিযোগী হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু, তরুণদের শিক্ষার অভাব, আইন-শৃঙ্খলায় পিছিয়ে থাকা এবং কিছু ক্ষেত্রে মানসিক উগ্রতার সম্ভাবনা তাদের সুযোগ বাড়তে দিচ্ছে না।

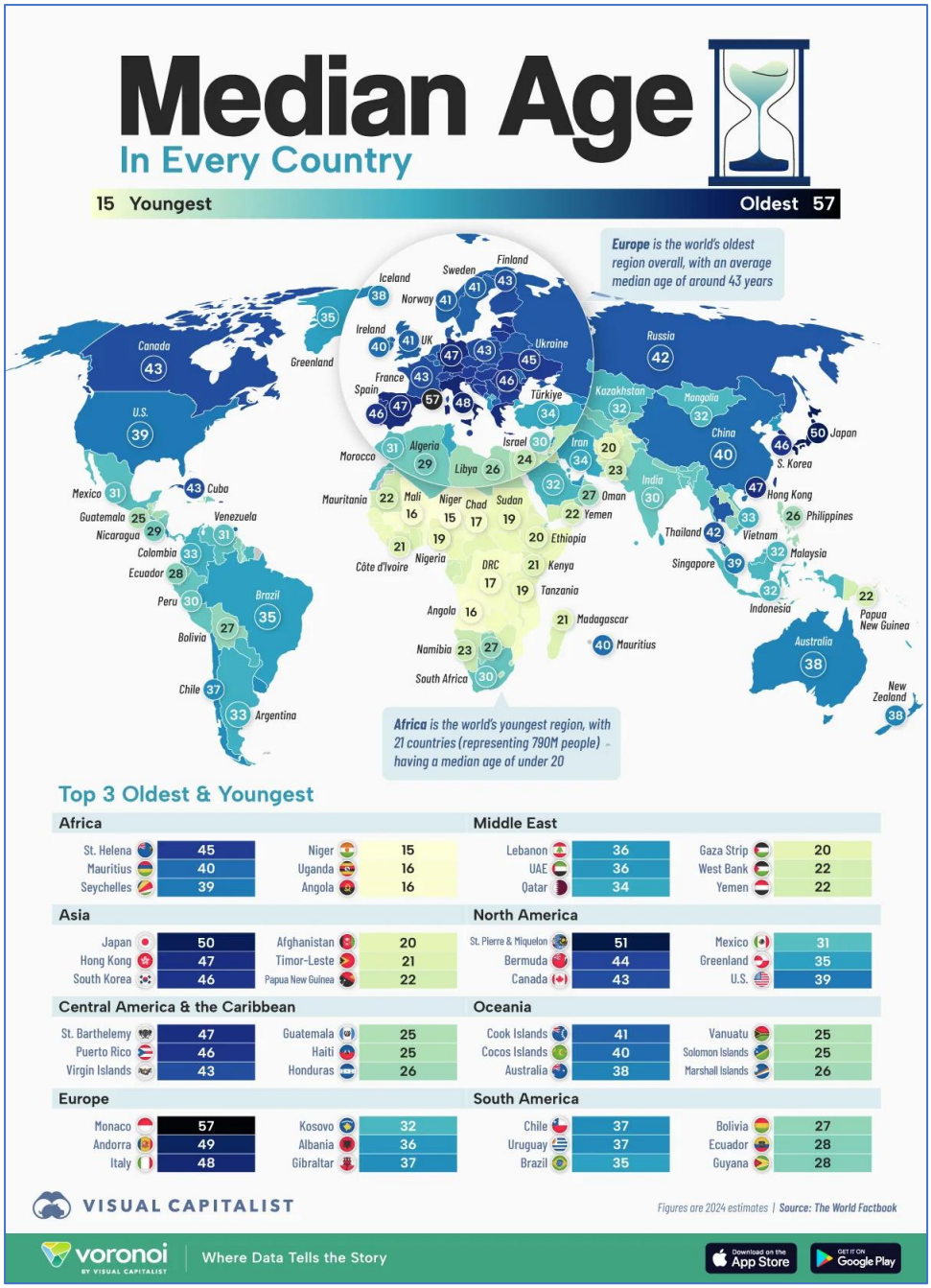

জে ডি বার্নাল তাঁর বই সাইন্স ইন হিস্ট্রিতে লিখেছেন বিজ্ঞানের আদিযুগে ব্যাবিলনিয়া (ইরাক ও সিরিয়ার অংশবিশেষ), মিশর (ইজিপ্ট) ও ভারত ছিল বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। আধুনিক বিজ্ঞানচর্চায় এখন আর প্রথম দুটি জায়গার নাম শোনা যায় না। ভারত সেই প্রাচীন গৌরবের জায়গায় পৌঁছতে না পারলেও তার গ্রাফ উর্ধমুখী। উঁচুতে উঠলেই নীচে পড়ার সম্ভাবনা বাড়ে। ইরাক বা মিশরের পতন হল, পাকিস্তান সে পথে গেল আর কীভাবে ব্যতিক্রম হয়ে থাকল ভারত সে আলোচনা দ্বিতীয় পর্বে।

২৮শে জুন, ২০২৬ **-অরিজিৎ চৌধুরী**

*বিস্তারিত আলোচনা নভেম্বর ২০২৫ এর ব্লগ ‘যে সুর বাজে মানব মাঝে- ভারত’-এ।

তথ্যসূত্র

১। “If there was a country that could best summarize the abundance of diverse landscapes, breathtaking cultures and intense expressions of the entire globe, it would be India.”

“Further, if you come from a country with countless religions, ethnicities, languages and mentalities, you have an understanding of cultural and linguistic diversity- a huge advantage for management roles in multinational teams. Lastly, and more importantly, growing up in India mentally prepares you for the toughest competitive situations.”

What the West Should Learn from India- Walter J Lindner, 2024, Jaggernaut Books

২। https://statisticsoftheworld.com/compare/india-vs-pakistan

৩। https://ourworldindata.org/grapher/milk-production-tonnes?mapSelect=~CHN

৪।https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/jul/doc202272874801.pdf

৫। https://flexiple.com/global-capability-centers/india-global-capability-centers-statistics

৬।https://news.abplive.com/business/india-s-it-ecosystem-employs-over-6-million-people-says-report- 1789993

৭। মোহনদাস পাই (Indian politics, policy making and jobs)
https://youtu.be/I568UlmZQWw?si=tR1yNsEPiAEDfI5A

৮।https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s392049debbe566ca5782a3045cf300a3c/uploads/2025/06/20250604664385 60.pdf)

৯।https://iamabiker.com/avin/2026/how-bajaj-and-tvs-are-rewriting-the-global-two-wheeler-rulebook/

১০। শঙ্খ মিত্র www.ndtv.com/world-news/rs-7-744-crore-a-year-indian-origin-ceo-shankh-mitra-highest-paid-executive-after-elon-musk-11692822/amp/1

১১। Forget Dubai, Most Arab States Are Weak & Violent, 66% of People in West Asia Are Poor—Talmiz Ahmad https://youtu.be/PlrwMpb6PGE?si=SHWFI5NUAdlCH7Z8

১২। https://theindianpractitioner.com/indian-healthcare-professionals-now-backbone-of-global-health-systems-says-oecd/

১৩। https://www.oecd.org/en/publications/international-migration-outlook-2025_ae26c893-en.html

১৪। https://www.visualcapitalist.com/wp-content/uploads/2025/10/Median-Age-in-Every-Country.webp